দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

02

## আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উদ্বোধন

# প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে সোমবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ-১৯৯০ এর উদ্বোধন করেন।

প্রেসিডেন্ট পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক হবে বলেও ঘোষণা দেন। খবরবাসসর।

কন্যা সন্তানদের শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মত ১৯৯০ সালকে বালিকা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন।

প্রতিমন্ত্রী মনসুর আলী সরকার এবং শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদও বক্তৃতা করেন।

## পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন দিতে হবে না

বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, মন্ত্রিবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানবজাতির ইতিহাসে এই দিনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ৪০ বছর আগে এই দিনে সারা পৃথিবীর মানুষ দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

(৩-এর পৃঃ দৃঃ)

## প্রেসিডেন্ট এরশাদ

( প্রথম পৃঃ পর )

সংগ্রামের সূচনা করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চার দশক পরেও পৃথিবীর ৫শ' কোটি লোকের মধ্যে ১শ' কোটি লোক নিরক্ষর রয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে এর মধ্যে এক কোটি ৭০ লাখ নিরক্ষর রয়েছে উন্নত বিশ্বে। বাকী ৯৮ কোটি ৩০ লাখ নিরক্ষর তৃতীয় বিশ্বের। তিনি আরো বলেন যে, উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে এই বৈষম্য মানবজাতি বা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে হলে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে দেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং বাজেটের সিংহভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও অবহেলিত শিশুদের জন্য গঠন করা হয়েছে পথকলি ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টটির কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে পল্লী এলাকায়ও সম্প্রসারিত করা হবে বলে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও তারা শিক্ষিত জনসংখ্যার অর্ধেক নয়। নারী শিক্ষাকে অবহেলা করে, কোন জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে সরকারের লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা ও দু'হাজার সালের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশের মুক্তি।

ইসলামে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে পবিত্র কোরান নাজেল প্রথম সুরাটিতেই আল্লাহ মহানবীর উদ্দেশে বলেছেন 'পাঠ কর তোমার স্রষ্টা প্রভুর নামে।' কাজেই শিক্ষাকে অবহেলা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন যে বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হলেও এখন বিশ্বে প্রতি পাঁচজনের একজন নিরক্ষর। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ৯০ এর দশকে দেশ নিরক্ষরতা মুক্ত হবে।